দৈনিক খবর

তারিখ ... 28 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে

দেশে শিগগিরই একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মেডিকেল শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে এই প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে যুগোপযোগী ও আধুনিক মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে মেডিকেল শিক্ষক-চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের এই দাবীটি তাঁর সরকার গ্রহণ করেছেন।

চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি। মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা- এই চারটি অধিকার মানুষের জন্যে অবশ্যই নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই মৌলিক অধিকারগুলোর কোনটার চেয়ে কোনটার গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু দরিদ্র দেশ হিসেবে এসব অধিকার পুরোপুরিভাবে ভোগ করার সামর্থ্য আমাদের নেই। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীই ভাত, কাপড়, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত আর চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই বঞ্চনার ভাগটা যেন কিছুটা বেশীই। কেননা একদিকে যেমন দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়; অন্যদিকে আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা বলতে যা বোঝায় তার অবর্তমানে দেশের অসংখ্য মানুষ হয় মারা যাচ্ছে, নয়তো ভালো চিকিৎসা লাভের আশায় মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এই দ্বিবিধ সংকটের মধ্যে পড়ে এ দেশের বহু অসুস্থ মানুষ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছে। বিশেষ করে জটিল ও দূরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে মানুষের কষ্টের যেন কোন শেষ নেই। ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনির ব্যাধি এবং ছোট-বড় অনেক অপারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও ততোটা নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি বলে অনেক রোগীই দেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা চিন্তা করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেরকম সামর্থ্য কতজন রোগীর রয়েছে? তারও চেয়ে বড় কথা আমরা চিকিৎসার জন্যে কেন বিদেশী চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হবো? আমরা কি সে রকম অভিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তার দেশের অভ্যন্তরে তৈরী করতে পারি না? আমরা কি পারি না আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত ও আধুনিক করতে?

অবশ্যই পারি। চেষ্টায় কি-না হয়। তাছাড়া আমাদের দেশের বহু ডাক্তার বিদেশে গিয়ে এই পেশায় যে যথেষ্ট কৃতিত্ব এবং সাফল্য দেখিয়েছেন তা আমরা অস্বীকার করি কি করে? হ্যাঁ, বিদেশে বাঙ্গালী ডাক্তারদের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। অনেক প্রতিভাবান বাঙ্গালী ডাক্তার দেশে চিকিৎসার সে রকম সুযোগ-সুবিধা না থাকায় বাইরে চলে যাচ্ছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মেধার পাচার হচ্ছে। এতে ক্ষতি হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থার, ক্ষতি হচ্ছে দেশের তথা দেশের মানুষের। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই মেধা পাচার জনস্বার্থেই বন্ধ করা উচিত।

আমাদের বিশ্বাস, দেশে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে মেধা পাচার বন্ধ হবে। শুধু তা-ই নয়, উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানেও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে বলেই আমাদের ধারণা। আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসার জন্যে যেমন প্রয়োজন মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ, তেমনি প্রয়োজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ডাক্তার। এখানে ডাক্তারের প্রয়োজনটাই আমাদের জন্যে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা টাকা খরচ করলে চিকিৎসার উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন নয়। কিন্তু মোটা অংকের টাকা খরচ করে এসব মূল্যবান চিকিৎসা উপকরণ এনেও কোন লাভ হবে না যদি তা ব্যবহার করার মত উপযুক্ত ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ আমাদের হাতে না থাকে। বহু মূল্যবান চিকিৎসা উপকরণ বা সরঞ্জাম বিশেষজ্ঞের অভাবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হওয়ার খবর মাঝে মধ্যেই আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। এতে টাকার শ্রাদ্ধ হওয়া ছাড়া জনসাধারণের কোন উপকার হয় বলে মনে হয় না।

সুতরাং চিকিৎসা বিষয়ে আমাদের দক্ষ ডাক্তার এবং বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে হবে। আর তা তৈরীর জন্যেই দেশে চিকিৎসাবিদ্যার ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষায় জ্ঞান ও গবেষণা বিকাশ লাভ করবে। এতে আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসার এক নব অধ্যায় সূচিত হবে বলেই আমাদের গভীর বিশ্বাস। দেশের শিক্ষক-চিকিৎসকরা দীর্ঘকাল ধরেই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়ে আসছেন। তাদের এই দাবী অত্যন্ত যৌক্তিক। কেননা দেশে নিম্নমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা জনগণের চাহিদা পূরণের অনুপযোগী। এই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্যে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করা জরুরী। সেই সাথে উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসার সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাও অত্যাবশ্যক। এই বাস্তবতার নিরিখে বেগম খালেদা জিয়ার মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিকে আমরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করতে চাই। আমরা আশা করছি সরকার খুব শিগগিরই এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন এবং এই লক্ষ্যে যা যা করণীয় তা করবেন।